ফুল-মালিকা।

শ্রী কালীকিশোর শর্ম্ম মুন্সী
কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

"শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্ম মুন্সী
কর্ত্তৃক
স্বর তাল সন্নিবেশিত"

বগুড়া রায় প্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১

মূল্য ।০ চারি আনা।

ফুল মালিকা।

খাম্বাজ—একতালা।

শ্যাম বরণা, সুঠাম ললনা, শবহৃদিপ'রে আনন্দে মগনা।
লোল রসনা, বিকট দশনা, নাচিতেছে বামা দিক্‌বসনা॥
গলে বিলম্বিত নরমুণ্ডমালা,
কপালে করাল কালানল জ্বালা,
অসি খরসান, বরাভয় দান, নরশিরে চারিকর সুশোভনা॥
শিরে আধ শশী, এলো কেশরাশি; মুখে অট্ট হাসি,
শোণিত প্রয়াসী; মূরতি ভীষণা, প্রকৃতি কঠিনা,
চরণযুগল কমল তুলনা॥

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

শ্যামাপদে সঁপিয়াছি, আমার এই দেহ প্রাণ।
রসনারে বলিয়াছি ক'রে শ্যামা নাম গান॥
শমনে না ডরি আর, গিয়েছে তার অধিকার,
ধরিতে আসিলে মোরে, হ'য়ে যাবে অপমান॥

কামাদি দস্যুর দলে, ভুলা'তে নারিবে ছলে,
শ্যামা মা'র পদ ছেড়ে, না যাইব অন্য স্থান।
অভয় অতুল পদ, সে পদে সব সম্পদ,
ঘুচিবে ভব বিপদ, অবহেলে পা'ব ত্রাণ ॥ ২

আলিয়া—তেতালা।

মা গো! কেন সেজেছ ভয়ঙ্করা।
কাহারে দেখা'বে ভয়, কা'রে তুমি করিবে জয়,
কে তোমার শত্রু হ'লো ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরা ॥
দহিতে কাহারে তুমি, ধ'রেছ ভালে অনল;
কা'র তরে অধরে তোর, ঝরিতেছে হলাহল;
কা'র মুণ্ডমালা পর, কা'র রক্ত পান কর,
ক্রোধেতে আরক্ত আঁখি, কি জন্যে মা! অসিধরা ॥

ভৈরবী (মিশ্র)—একতালা।

আমি নই মা কাতর, তো'র ভয়ে।
যতই ভয় দেখা'স না মা! আমি থা'কব তো'র
চরণ চে'য়ে ॥
যত ভয় দেখা'বি ভীমা ভয়ঙ্করা;
তত্তই ডা'কব কালী! কালী! কালহরা

কাল ভয় নাশিতে, অসিতা মূর্ত্তিতে,
অবতীর্ণা অভয়ে ॥
সংসার-পাশে বদ্ধ জীবের সদা ভয়,
সংসারবিরাগী সতত অভয়,
তোমার শ্রীপদে শরণ, ল'য় যেই জন,
সে কি বান্ধা থাকে ভবদায়ে।
নিয়ে যা'না শ্যামা ভীষণ শ্মশানে;
হো'ক না ভূতপ্রেত দানা আগুয়ান,
বিকট হুঙ্কারে বধির হোক্ কান,
থাকিব সে সব স'য়ে।
কর-কাঞ্চী অসি, নরমুণ্ডমালা;
লোল রসনা হুতাশন জ্বালা;
তা'তে কিসের ভয়, আমি হ'য়েছি নির্ভয়,
দে'খে বরাভয় করদ্বয়ে ॥ ৪

রামপ্রসাদী সুর।

এ মা রাজরাজেশ্বরী গো এ মা! রাজরাজেশ্বরী।
আমায় রা'খলে কেন মফস্বলে, দিয়ে তসীলদারী ॥
ছ'জনায় দিয়েছ মসীল; তা'তে হয় না তসীল;
বল কি করি।

তারা নিজের রোজ খোরাকীর লেগে,
করে জোর জবরি ॥
দাগাদারের সঙ্গে প'ড়ে, বাঁকি আমার হ'লো ভারি;
এখন তলব দিয়ে নে মা, সদর সদানন্দপুরী ॥ ৫

আলিয়া—তাল যৎ।

কি ভয় ভব ঘোরে রে মন,
ভেবে ভেবে হ'সনে সারা।
ঘোর দুস্তরে, রাখবে তোরে,
ঘোরারূপিনী তারা।
বিপদ বিনাশ তরে, মা আমার অসি ধরে,
মা বলে ডাক্‌লে পরে,
মাভৈঃ রবে হয় মা খাড়া।
ভয়ঙ্করা বেশ দেখি, থেকো না রে মুদে আঁখি,
ভক্তিভাবে দেখ দেখি, মা আমার কেমন ধারা ॥
বরাভয় দুটী করে, সদা বিতরণ করে,
আনন্দ উচ্ছ্বাসভরে, যেন পাগলিনী পারা ॥ ৬

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে রে বামা ত্রিভঙ্গিনী, কেশরী অসুরোপরে।
অতসী কুসুম আভা, সুকোমল কলেবরে॥
মনোহরা দশকরা, বিবিধ আয়ুধ ধরা,
ত্রিনয়না শশীধরা হাঁসি ধরে না অধরে॥
নিবিড় কুন্তল জাল, জড়িত মুকুতামাল,
রতনময় কিরীট ঝলমল করে শিরে।
নবীন যৌবন শোভা, স্থির সৌদামিনী প্রভা,
গরবিনী সে রঙ্গিনী নিরুপমা চরাচরে॥
বিল্বদল আর রাঙ্গা জবা,
চরণে দিয়েছে কেবা,
রাজ রাজেশ্বরী কিবা,
দেখা দিলেন্ দয়া করে॥ ৭

আলিয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

এ মা দুর্গে দুখহরা, দৈত্যদল দলনী।
মহিষ মর্দ্দিনী।
মঙ্গলা শোভনা শুদ্ধা, নিষ্কলা পরমাংকলা,
বিশ্বেশ্বরী বিশ্ববন্দ্যা, বিশ্বজননী॥

অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা ;
কলুষনাশিনী কালবারিণী কালিকা ;
জগদম্বা জগজ্জন পালিকা ;
এ মা মহেশ্বরী মোক্ষদায়িকা ;
যোগেশ্বরী যোগমাতা, যোগিনী যোগরতা,
জয়া বিজয়া যম-যন্ত্রণা বারিণী ॥
বিন্ধ্য নিলয়ে তব দিব্য স্থান ;
পশু পাশ বিনাশিতে হেমকূটে অবস্থান ;
কাশী তীর্থে অন্নদা, কর অন্নদান ;
সঙ্কটে সঙ্কটারূপে কর ত্রাণ ;
এ মা দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী, স্বাহা স্বধা কালরাত্রি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বরূপিনী ॥ ৮

আলিয়া—তেতালা।

গিরি এই কি আমার সেই উমাধন।
এ যে দশভুজা মহাতেজা কেশরী'পরে আসন ॥
পদতলে একি দেখি, ভ্রুকুটী কুটিল আঁখি,
অৰ্দ্ধেক মহিষ দেহ, অৰ্দ্ধ দানব ভীষণ ॥
উমা আমার সরল মেয়ে, কার কাছে এ কুহক পেয়ে,
শিরে ধরে শশীকলা, করে ধরে প্রহরণ।

মরি একি অসম্ভব, সুরগণে করে স্তব,
কোথা পেলে এ বিভব উজ্জ্বল মণি ভূষণ ॥
বুঝিতে যে নাহি পারি,
এই কি ভিখারী-নারী,
আবার দেখি উমার মত,
অঙ্গেরি সেই চারু গঠন।
সেই ত হাস্য বদনা,
তেম্নি ধারা ত্রিনয়না,
আনন্দদায়িনী আমার,
হৃদয়ের অমূল্য রতন ॥ ৯

ললিত—তাল আড়া।

প্রফুল্ল কমলাসনে, কে রূপসী বসি হায়।
সুপ্রসন্না মুখে হাঁসি তড়িৎ খেলায় ॥
নীলাকাশে মেঘমালা, মুক্তকেশী শোভে বালা,
শিরে আধ শশীকলা, ঝলকে প্রভায় ॥
মহামোদে মাতোয়ারা, আপনি আপনাহারা,
সাকারা কি নিরাকারা বুঝা নাহি যায়।
চৈতন্য রূপিনী শ্যামা, ত্রিভুবনে অনুপমা
কিবা শোভা মনোরমা, ঐ রাঙ্গা পায় ॥ ১০

অহং—একতালা।

আমি,—সকল হারা হ'য়ে মা তোমার আশ্রয়ে,
শরণ নিলাম ভব ভয় হারিণী।
ায় দাও মা অভয় দান, শ্রীচরণে স্থান
পাই যেন বরাভয়দায়িণী॥
গত স্মৃতি যত, স্বপনের মত,
ক্ষণে ক্ষণে মনে জাগে জননী;
তাইতে সর্ব্বমূলাধার, শ্রীচরণ তোমার,
চিন্তিতে না পারি অচিন্ত্যরূপিনী।
এখন—এই অভিলাষ, হও মা প্রকাশ,
এ দীনের হৃদয়ে দীনতারিণী।
আর করো না বঞ্চনা, ভ্রমে ভুলায়ো না,
দুখ—দিও না দিও না দুখবারিনী॥ ১১

ললিত—তাল আড়া।

ইচ্ছাময়ী এ মা তারা,
এত কি তোর মনে ছিল
হরিয়ে সর্ব্বস্বনিধি, তবে কি তোর সাধ পুরিল।
শুনেছি মা তোমার নাম,
মঙ্গলে! মঙ্গলধাম,
অধমের প্রতি বাম, কেন হইলে?

দয়াময়ী দুখহরা, পতিতপাবনী তারা,
করুণা-নির্ঝর তব, সহসা কি শুকাইল ॥ ১২

ললিত—আড়া।

অবোধ সন্তানে তারা! ছলনা করিবি কত।
বিষয়ের বিষরাশি, মিঠে কেন লাগে এত ॥
রোগে শোকে জ্বর জ্বর, দুখে দগ্ধ কলেবর,
হ'তে হয় হতমান, পদে পদে মর্ম্মাহত ॥
অনলে পতঙ্গ যেমন, বিষয়েতে হই নিমগন,
ছাড়িতে প্রাণ করে কেমন দীর্ঘ কয়েদীর মত ॥
লাঞ্ছনা গঞ্জনা স'য়ে, বিষাদের বোঝা ব'য়ে,
মোহপাশে বদ্ধ হ'য়ে হ'লো মা জীবন গত।
যত ভোগ ভোগাইলি, এখন খুলে দেমা চক্ষের ঠুলি
নিজের বিষয় চিনে নিয়ে সাধনেতে হ'ব রত ॥ ১৩

রামপ্রসাদী সুর।

আয় মা আজি সাজাই তোরে।
দিয়ে রাঙ্গা জবা প্রাণ ভ'রে ॥
সুবর্ণ ভূষণে কি কাজ, সুবর্ণে সুবর্ণ হারে।

দিলে চাঁদমালা, সাজে কি গলা,
চাঁদের মালা তোর পদ নখরে॥
চন্দনে চর্চ্চিত ত্রিদল, দিব শ্রীচরণোপরে।
ত্রিলোচন যে ধন হৃদে ধরে,
দেখ্‌ব নয়ন সফল কো'রে॥ ১৪

খাম্বাজ—একতালা।

কে গো কামিনী, সিংহবাহিনী,
তরুণী তরুণ অরুণ বরণী।
পূর্ণ সুধাকর, মুখ মনোহর,
অধরে সুন্দর, খেলে সৌদামিনী॥
পরিধান চারু লোহিত বসন;
অঙ্গে শোভা করে রতন ভূষণ;
নাগ উপবীত, কণ্ঠে বিলম্বিত,
ত্রিনয়নী, শশীখণ্ড শিখরিণী॥
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ;
প্রশান্ত মূরতি, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ;
সমর-রঙ্গিনী, করুণারূপিনী,
বামা নিরুপমা, জগত জননী॥ ১৫

ললিত ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ভেবে দেখ মন, দোঁহে একজন,
কালী কালা নহে ভিন্ন।
লীলায় প্রকাশ, মূরতি বিকাশ,
অবোধ জীবের প্রবোধ জন্য ॥
কভু মুণ্ডমালা, কভু বনহার,
কভু বান্ধে চূড়া, কভু জটাভার ;
ক্ষণে ধরে অসি, ক্ষণে করে বাঁশী,
ক্ষণেকে (আবার) আকৃতি শূন্য ॥
ঘোরা রূপিনী অসুর বিনাশে,
মধুর ভাবেতে মধুর ভাষে ;
থাকে কুঞ্জবনে, কখন শ্মশানে,
শবের হৃদয় করে রে ধন্য।
মানের দায়ে কভু ধরে যোগীবেশ ;
প্রেমধন যাচে ভ্রমে নানাদেশ ;
আবার কখন, বিলায় অন্নধন,
ঘুচা'তে ভবের দৈন্য ॥
অনন্ত মহিম, অনন্ত তাঁর রূপ ;
কে বুঝিতে পারে তাঁহারি স্বরূপ ;

ভক্তিতে যে ভাবে, যে ভাবে সে পাবে,
এক ব্রহ্ম কেবল, নহে রে অন্য ॥ ১৬

কালেংড়া—তাল যৎ।

নীরব হ'য়ে রৈলে কেন,
মনরে আমার কালী বল।
শমনেরে দিয়ে ফাঁকি, সুখে কালীপুরে চল ॥
কালী নাম দ্বি-অক্ষর, মধু হ'তে মিষ্টতর,
ত্যজিয়ে বিষয় রস, খাওরে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ ১৭

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ভজ রে—রজত বিভ নীরদ নিভ সুন্দর।
অজিন পীতাম্বর, শূলধর, গদাধর।
ভজহ মন সুরধুনী-পুলিন-পথচারী;
ভজহ যমুনা-তট-কানন বিহারী;
মৃগমদ চন্দন, বিভূতি বিলেপন;
অস্থি-ফুল ভূষণ; চন্দ্র চন্দ্রক চূড় ॥
নাগ-উপবীত প্রেত প্রমথগণ সঙ্গী;
প্রেত-পতিপুর-বারণ দমন নাগ ভঙ্গী;

বৃষভ বর বাহন, গরুড়'পরি আসন;
জটাজালে চরণতলে সুরধুনী-ধারাধর ॥ ১৮

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

কুঞ্জ কাননে কে রে, কালো কাদম্বিনী
পদতলে কিবা ছলে, ঝলিছে সৌদামিনী ॥
ভয়ঙ্করা মনোহরা, শ্রীঅঙ্গে রুধির ধারা,
শশীধরা অসিকরা, ললিত ত্রিভঙ্গিনী ॥
সুবেশী এলোকেশী বামা, চন্দ্রক কিরীটিনী;
গলে বনমালা দোলে, কটীতে বাজে কিঙ্কিনী।
লোল রসনা, পীতবসনা, নিতম্বিনী;
মধুর ভাবেতে ভরা, নহে রণ রঙ্গিনী ॥ ১৯

:*.

দেশ—আড়া।

প্রসীদ পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর।
পরম সুন্দর হরি, প্রাণেশ্বর প্রেমাকর ॥
আমি, অকৃতি অকিঞ্চন, অবিশ্বাসী অধমজন,
দিয়েছি হৃদয়ে স্থান, পাপ অতি কদাকার।
না বুঝে করেছি দোষ, ক্ষমা কর করো না রোষ,
তোমার আসন তুমি লও নাথ!
আঁধার হৃদয় আলো কর ॥ ২০

বেহাগ—ঠেকা।

বিচিত্র যাঁহার লীলা, শোভার সদন।
কেমন সুন্দর তিনি, কেমন মোহন॥
কোটী রবি জিনি উজ্জ্বল, কোটী চাঁদের চেয়ে নির্ম্মল
কমল হ'তেও সুকোমল, বিমল বরণ॥
কল্পনা করিয়ে মনে সেরূপ পা'বে কেমনে,
ভবের অতীত তিনি অপূর্ব্ব গঠন।
সেরূপ দেখিবে যদি, ভাব তবে নিরবধি,
গুরুদত্তমূল মন্ত্র, মুদিয়ে নয়ন॥ ২১

কালাংড়া—পোস্ত।

মণিহার পরবি যদি, মনরে আমার বচন ধর।
জগচ্চিন্তা মনিহার, যতনে হৃদয়েপর॥
সুমেরু সম কাঞ্চন, মনি মুক্তা অগণন,
আসিবে যবে শমন, হবে না তব দোসর।
চিন্তামণি হার যদি, হৃদে রাখ নিরবধি
ঘুচিবে তিমির, পাবে, চিরপূর্ণ সুধাকর॥ ২২

রামপ্রসাদী সুর।

কাজ কি ল'য়ে ঝুলি কাঁথা।
যদি থাকে কৃষ্ণ হৃদে গাঁথা॥
কৃষ্ণ কল্পতরু মূলে, বাস কর মন কুতূহলে,
পাবে শান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পড়ে' থাক যথা তথা।
বৈরাগী যাহার মন, ভেকে তার্ কি প্রয়োজন,
করে সে সমান জ্ঞান,
রাজ মুকুট আর নেড়ে মাথা॥ ২৩

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

কিরূপ ভাবিব তব, হে অনন্তরূপধারী।
দৃশ্য কি অদৃশ্য যত, স্বরূপ সব তোমারি॥
নীলানন্ত নভস্তল, তোমারি বিহারস্থল,
অনাদি অব্যয় কাল, তব অনুচারী।
কভুভাবি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাম্বুজ,
কিরীটী কুণ্ডল ধর, বনফুল মালাধারী॥
নবীন জলধর আভা, পীতাম্বরে তড়িৎ প্রভা,
শ্রীচরণে চারু শোভা, প্রাণ মনোমোহকারী॥ ২৫

—:•:—

লুম্ ঝিঁঝিট—আড়া।

মনে করি তোমায় ভাবি,
ভাবিতে আর পারি কই?
অনর্থ অর্থের লাগি, পরমার্থ ভুলে রই॥
অন্তরেরি অভিলাষ, করে সদা সুখ বিলাস,
জানে না দারাসুত বিনা, ভাবে না বিভব বই॥
দশটী ইন্দ্রিয় তায়, মনেরি মন জোগায়,
তা'দের বাসনা, আমি, মায়া পাশে বদ্ধ হই।
নিজ গুণে যদি হরি, দেহ মায়া ছিন্ন করি,
তবে আর আমার মন,
ভাবিবে না তোমা বই॥ ২৫

সুরট মল্লার—একতালা।

কেন মায়া কর ঐ সংসারে।
কায়াধারী জীব, ছায়া বাজী প্রায়,
বান্ধা আছ কর্ম্ম ডোরে॥
যে সাজে যে জন, নাচ এই ভবে;
বাজী সাঙ্গ হলে আর নাহি রবে;
দেহ খানি কালের ঝাঁপিতে ভরিবে;
চাঁদের হাট যাবে স'রে॥

বাস গৃহ আর বিপুল বিভব,
পড়ে রবে যবে হইবে নীরব;
কোথায় রবে তখন আত্মীয় বান্ধব,
সুখ সাধ ফুরা'বে রে।
এসংসার সদা শোক দুঃখ ময়;
সুধা সনে হেথা বিষ মিশে রয়;
চারি দিকে দেখ শমনের জয়;
বিপদ ফেরে দ্বারে দ্বারে ॥
দু'দিন বাদে সবে যাবে পরলোকে;
চির দিনের বাস নহে ইহলোকে;
পরলোকে পরব্রহ্মের আলোকে,
থেকো'রে পুলক ভরে ॥ ২৬

পিলুমিশ্র—খেমটা।

আকাশের ঝোলার মাঝে,
দেখেছ কি নামের মা'লা!
নিশাকালে নিরাবিলে,
জপ কর তাই মনরে ভোলা ॥
অনন্ত উজ্জ্বল গুটী, এক সূত্রে আছে গাঁথা;
চক্ষের দেখায় হয়'রে জপা,
মন যদি না হও উতালা।

হরি নামের আসল মালা ;
নকল চোখে যায় না দেখা ;
প্রেম নয়নে দেখ দেখি,
হরির কত' লীলা খেলা ॥ ২৭

কানেড়া বাগেশ্রী—একতালা।

ত্র্যম্বক ত্রিশূলপানি, ত্রিপুর মথনকারী।
গিরীশ, গিরিজা নাথ, গঙ্গা জলধারী ॥
পিণাক-পণ্ডিত প্রমথ-বেষ্টিত, প্রেত ভূমিচারী।
জটা পিঙ্গল, কণ্ঠে গরল, বহ্নি ভাল, নাগহারী ॥
বাঘাম্বর ধারণ, ঘোর ধূম্রবরণ, পাবন ;
বৃষভ বাহন, প্রসন্ন বদন, শঙ্কর, ভয়বারী ॥ ২৮

ললিত—আড়া।

কি বলে ডাকিব তোমায়, কি সম্বন্ধ
তোমার সনে।
লীলা রসময় হরি ! মরি তাই ভেবে মনে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দেখি, প্রভু প্রভু বলি ডাকি,
কর জোড়ে চেয়ে থাকি, কাতর প্রাণে ;
কভু দেখি পিতার মতন, করিতেছ অভাব মোচন,
বিপদ বারণ কর, করুণা দানে ॥

তোমার অপার স্নেহ, অনুভব করি কেহ,
মা বলে ডাকে তোমায়, সরল মনে,
ভাল বাসা ভাবি যত, প্রিয় সখাটীর মত,
প্রাণের কথা বলি কত, রাখি না গোপনে।
শান্ত শুদ্ধ শিবরূপ, স্বপ্রকাশ সৎস্বরূপ,
চিদানন্দ ময় ব্রহ্ম, বলে সকলে ;
আমি কিন্তু অকস্মাৎ, বলি তোমায় প্রাণনাথ,
চাহে চিত অবিরত, প্রেম মুখ পানে ॥ ২৯

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

পড়া পাখী হওরে মন, ডাক রাধা কৃষ্ণ বলে।
বিষয় পিঞ্জরে মিছে, বাঁধা আছ কুতূহলে ॥
কটু তিক্ত যত ফল, তাই খেয়ে থাক’ কেবল,
মিঠে বুলি শুনাও যদি, দিব মিঠে ফল তুলে ॥
এতদিন আমি তোরে, কতই যতন ক’রে,
পড়ালেম প্রাণ ভ’রে, সব কি গিয়েছ ভুলে ?
শুনিয়ে মধুর নাম, হইব সফল কাম,
রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ, বল বল প্রাণ খুলে ॥ ৩০

ভৈরব—কাওয়ালী।

একি ভ্রম ওরে মন! ভ্রমো ব্রজের উদ্দেশে,
এই ত তোমার সেই ব্রজধাম।
নয়ন মুদিয়ে দেখ রাধা শ্যাম॥
হৃদয় কদম্ব মূলে, প্রেম যমুনার কূলে,
নিভৃত নিকুঞ্জে, বঙ্কিম সুঠাম।
আশাগিরি গোঁবর্দ্ধন, হরি সদা করে ধারণ,
কলুষ কালিয়দমন, অবিরাম।
মহামোহ আবরণ, মোচন বাসহরণ,
শ্রদ্ধা ভক্তি সখিগণ সুললাম।
সেই মহা রাসোৎসবে, মাতরে মন অনুভবে,
অনুরাগ রজঃ মেখে হওরে নিষ্কাম॥ ৩১

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কঠিন পাষাণে কেন, ঝরেরে নির্ঝরিণী।
এ পোড়া পরাণে একি, দেখি প্রেম প্রবাহিনী॥
দারুণ সন্তাপানলে, জ্বলে মরম নিশিদিন;
মরুভূমি হয়েছে হৃদি, নীরস তৃণ বিহীন;
তরুণ তরুরাজী আজি হাসিছে সহ সরোজিনী॥৩২

সোহিনীবাহার—ঝাঁপতাল।

ভুবন পালক দেখ, বালকরূপে বিরাজে।
গোলকের শোভা কিবা, হয়েছে ভূলোক মাঝে॥
জগতের পিতা যিনি, তিনি ঐ তনয় হ'য়ে,
নাচে হৃদয় অঙ্গনে, চরণে নূপুর বাজে।
পাতিয়ে কমল করে, আধ আধ মধুস্বরে,
খেতে চায় ক্ষীর নবনী মিশিয়ে শিশু সমাজে॥
কেনরে অবোধ মন, হের না ঐ মনোহরে।
প্রাণ মন ক্ষীর ননী, দেহরে রাখালরাজে॥ ৩৩

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভানু মণ্ডলে বসি কালো শশী কেগো ওই।
কত শত মরকত, প্রভাতে হয় পরাজয়ী॥
কিরীটি কুণ্ডল হারে, শোভে শ্যাম কলেবর,
আসন অরবিন্দবর, বসন পীত প্রভাময়ী।
শঙ্খ চক্র পদাম্বুজ, শোভে চারু চতুর্ভুজ,
অভয় চরণ তলে, শরণাগত যেন হই॥ ৩৪

গৌড় সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

মনোমোহন শ্যামে দেখারে।
সে আমার সর্ব্বস্বনিধি, দেখায়ে প্রাণ বাচারে॥
মরিছে বিরহে তার, হারাই নয়ন ;
বলে দেরে সে ধন কোথারে॥ ৩৫

আলিয়া—তাল যৎ।

শুনহে ত্রিভঙ্গ শ্যাম, এত রঙ্গ কি কারণ।
নাই কি আর দাঁড়াবার স্থান,
বিনে সেই কদম্ব কানন॥
কালিন্দির কালো জলে, শ্যাম তমালের তলে,
কালো জলধর জালে, যেওনা যেন কখন।
পীত বসন রহে ঢাকা, ঢাকা থাকে নয়ন বাঁকা,
বনমালা শিখী পাখা, নিশিতে মিশে বরণ॥
তোমার যেমন লুকান স্বভাব ;
দেখাব' শ্রীরাধার প্রভাব ;
কালো ঘুচে গৌর হবে, রাহুরে চাঁদ করবে গ্রহণ।

মুলতান—একতালা।

ও কে গৌরবরণ, লাবণ্যমোহন,
নাচে সুরধনী তীরে।
মুখে হরিবোল হরিবোল উচ্চৈঃস্বরে॥
শীত বাতে যেন, কাঁপে ঘন ঘন,
হাসে কাদে ভূমে হয় অচেতন,
মধুর মূরতি প্রসন্ন বদন,
কেন ভাসে আঁখিনীরে॥
চারিদিকে ঘন হরি হরি ধ্বনি ;
প্রেমে মাতোয়ারা সেই দ্বিজমণি ;
নারীগণে তাহে দেয় হুলুধ্বনি ;
আনন্দে হ'য়ে অধীরে।
চিনিতে না পারি, এ যে কোন জন ;
বুঝি প্রেমদাতা, পতিত পাবন ;
মহা ভাব রসরাজে সম্মিলন ;
হয়েছে এক শরীরে॥ ৩৭

খাম্বাজ—আদ্ধা।

দেরে সখি দেরে এনে, প্রাণের বঁধুয়া মোর
আসবো ব'লে গেছে চলে, আমার সেই মনচোর॥

মিলন চাঁদনী রাতি, জ্বালিনু সাঁঝের বাতি,
না হ'তে প্রহর আধ, হ'লো সুখ নিশি ভোর।
শ্যাম আমার পূর্ণশশী, আমি শ্যামচাঁদের দাসী,
সুধাপানের প্রয়াসী, হয়েছি চাঁদ হারা চকোর॥৩৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

সোণার কমল কেন ধুলায় ধূসর।
নয়ন কমলের ধারায়, হয়েছে মান সরোবর॥
হেম কাদম্বিনী কিবা, বরষিছে নিশিদিবা,
খেলে যে বিদ্যুৎ বিভা, সে ত এই রূপের দোসর
অভিমান হুতাশনে, দহিছে কোমল প্রাণে;
তাই নির্ঝরিণী স্নানে, স্নিগ্ধ করে কলেবর॥
সুখায়েছে চাঁদমুখ, মনে কি হ'য়েছে দুঃখ,
কে এমন পাষাণ বুক, দেখে স্থির থাকে অন্তর॥৩৯

সাহানা—যৎ।

সখি কি হ'লো আমার আর প্রাণ বাঁচে না
শঠেরে সঁপিয়ে মন, মন তার পেলেম না॥
কালোরূপ ভাবি, আমি কালো বৈ জানি না
কুটিল কালিয়া তবু দেখা যে দিল না।
কত কাল গেল, কাল বরণ ত ভুলি না। ৪০

পাহাড়ী পিলু—তাল জলদ্ একতালা।

মানে আর থাকিস্‌নে রাই ;
চেয়ে দ্যাখ্ শ্যামের পানে।
ও মুখ দেখে মান কি থাকে,
দূরে যায় মান মানে মানে ॥
কাঁদো কাঁদো চাঁদ মুখ,
দেখে ফেটে যায় বুক,
তুই কি আজ বেন্ধেছিস বুক,
দিয়ে কঠিন পাষাণে ॥ ৪১

বেহাগ—তেতালা।

কেন সখি আমারে আর, বল রাধারাণী।
হারা হ'য়ে কৃষ্ণধনে, এখন আমি কাঙ্গালিনী ॥
আর কি আমার আদর আছে,
গেছে শ্যামের পাছে পাছে,
এসোনা আমার কাছে, আমি হ'য়েছি দুঃখিনী ॥
ছিলাম প্রেম রাজ্যের রাণী, মানিনী গরবিনী ;
হ'লেম বিচ্ছেদের অধিনী, উন্মাদিনী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, ভাসিব নয়নের জলে,
রহিব কালিন্দিকূলে, একাকিনী অনাথিনী ॥ ৪২

আশাবরি—মধ্যমান।

যাবে যদি প্রাণ বঁধু! এক বার ফিরে চাও।
তোমার হাসি ভরা মুখশশী, দেখিয়ে মরিতে দাও॥
তুমি চড়েছ যেরথে, পড়ে' থাকি তাহার পথে,
বিধুরা অবলা কুলে, দলিত করিয়ে যাও॥
সারথি তব অক্রূর, তুমি যে বিষম ক্রূর,
ভালবাসা করলে দূর,
সেই কথাটী বলে যাও।
কুটিল কটাক্ষবাণে, বিন্ধেছ কোমল প্রাণে,
বিচ্ছেদেরি হুতাশনে, দহিয়ে কি যেতে চাও॥ ৪৩

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

যেওনা যেওনা ছেড়ে শ্যাম।
কি দোষ পেলে, নিদয় হলে, অধিনীগণে;
কেন নাথ হ'লেহে বাম॥
অনুদিন সেবিব আশা মনে;
হৃদে ধরিয়ে, শ্রীচরণে;
হ'লনা হ'লনা, সাধ পূরিল না,
পায়ে ধরি, যেওনা হে শ্যাম॥ ৪৪

কালেংড়া—তাল ফেৎ—কিম্বা পোস্তা।

তপ করি কি হবে বল। তপ করি কি হবে বল।
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ, নাম লয়ে ব্রজে চল॥
কলিকালে নাম সাধন, নাম প্রেম প্রয়োজন,
জপ তপ যজ্ঞদান, নহে নাম সম ফল।
মহাতীর্থ কৃষ্ণ নাম, নামে সদা গঙ্গা স্নান,
মহাযোগী সদাশীব, নাম গানে বিহ্বল॥ ৪৫

ঝুম্‌ঝিঁঝিঁ—একতালা।

বন মাঝে, গোঠের সাজে, কেরে শিশু শ্যাম'কায়।
ধড়াপরা চূড়া বান্ধা, নূপুর বাজিছে পায়॥
বন মালা দোলে গলে, মোহন বেনু কর-কমলে,
শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখা, অধরে দামিনী খেলায়॥
দশ ভুজার কোলে বসি, হাসি মুখে কালোশশী,
সে রূপসীর কর হ'তে, ক্ষীর সর ননী খায়।
মধুর লাবণ্য তা'র, হেরইতে চমৎকার,
এহেন সন্তান যার, সেকি আর অন্য চায়॥ ৪৬

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

এই কিরে সেই শিশু, কাঁচা সোণার বরণ।
নব জলধররূপে, মোহিত যে ত্রিভুবন॥

সেই বদনকমল, সেই কুটিলকুন্তল,
তেমনি ধারা টানা টানা বাঁকা দুটী নয়ন ॥
যে শিশু ব্রজমণ্ডলে, যশোদায় জননী বলে,
ননী খেত কুতূহলে এই বুঝি সেই জন ॥
চঞ্চল স্বভাব অতি, যে ডাকে তা'র সনে প্রীতি,
প্রহ্লাদের হ'য়ে সাথী, বিষান্ন করে ভোজন ॥ ৪৭

ললিত—তাল খেমটা।

নবকোমল দূর্ব্বাদল শ্যাম
রামরূপ হেরিতে নয়নারাম
সুকুতা রতন, অঙ্গেতে ভূষণ,
করেতে ধনুক বাণ।
অযোধ্যা ভবনে, রাজ সিংহাসনে
বিরাজিত গুণ ধাম ॥
বামভাগে সীতা যেন বিদ্যুল্লতা
কণক কান্তি সুঠাম।
যুগল মূরতি, হেররে নয়ন,
বদনে বল রাম নাম ॥ ৪৮

সুরট—ঝাঁপতাল।

বৃষভানু নন্দিনী, রমণীর শিরমণি,
স্থির সৌদামিনী জিনি, সুবিমল বরণী
পরিধান নীলসাটী, ভূষণ অতি পরিপাটী,
রজত কাঞ্চন মণি, মুকুতার গাঁথনি ॥
মৃগাঙ্ক মণ্ডল মুখ;
মৃগমদ তিলক;
মৃগরাজ জিনি কটী মৃগশাবক লোচনী।
কিশোরী কোমলাঙ্গিনী,
হ্লাদিনী রস রঙ্গিনী,
মহাভাব স্বরূপিনী, বৃন্দাবন বিলাসিনী ॥ ৪৯

আশা—ঠুংরী।

রাসমণ্ডল মাঝে নাচে বংশীধারী।
করে ধরে প্রাণ বঁধু তালে তালে,
সুখে নাচে রাধা প্যারী ॥
আনন্দে মগনা, নাচে ব্রজাঙ্গনা,
ঘিরি ঘিরি বনোয়ারী ॥
গোপিনী সকলে, ধরি কর কমলে,
শ্যাম সুন্দর সাথে সবারি।

কণক কমল কানন মাঝারে,
ভ্রমরা যেন সারি সারি ॥
মধুর বৃন্দাবনে, মধুর মিলনে,
কিবা শোভা মনোহারী ॥ ৫০

কালেংড়া—তাল জৎ।

কবে আমার সেদিন হবে,
যাব মধুর বৃন্দাবনে।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে
দেখ্‌ব রাধা শ্যাম ধনে ॥
বিষয় সুখ ত্যজ্য করি, ব্রজের বনে বনে ফিরি,
জয় রাধে গোবিন্দ বলি, ডাক্‌ব আনন্দিত মনে।
কবে গিরি গোবর্দ্ধন,
কর্‌ব আমি প্রদক্ষিণ,
কবে, রাধারাণীর দয়া হ'বে,
হেরিব তাঁর সখীগণে ॥ ৫১

বিভাষ—একতালা।

কিখেলা খেলিলে, কি লীলা দেখা'লে,
লীলা রসময় হরি জগৎপতি।

চারু শোভা কর, পূর্ণ সুধাকর,
পলকে মলিন হইল অতি ॥
ছিল, রজত কিরণে ভূষিত গগন,
হাস্যময়ী নিশি আমোদে মগন,
কোথা হ'তে কাল ছায়া সুভীষণ,
আসিল উন্মাদ অসুর আকৃতি ॥
ক্ষুদ্র প্রাণী যেন গ্রাসে অজাগর,
শশধরে ধরে ছায়া ভয়ঙ্কর,
খণ্ড মাত্র শেষ রৈল কলেবর
গেল গেল শশী সুশীতল জ্যোতি ॥
কতক্ষণে পুনঃ দেখি সেই চাঁদ,
উজ্জ্বল বিমল ঢল ঢল ছাঁদ,
পলাইয়েছে দূরে, রাহুরূপ ফাঁদ,
তোমার চক্র বিনে, কা'র শকতি ॥
পুণ্যময় হরি ! তুমি প্রেমময়,
তব লীলা খেলা সব মধুময়,
বিশ্ব মাঝে ঘোষে, তব নামের জয়
দেখে শিখে না বুঝে না, এই মূঢ়মতি ॥ ৫২

হরি ভর[illegible] [illegible] মার ;
এভব সাগর হ'তে, কর মোরে পার।
তরঙ্গ দেখিয়ে ভয়, পেয়েছি হে দয়াময়,
এ সময় হ'য়ে সদয়, করহে নিস্তার।
দীনবন্ধু তুমি হরি, ভব কর্ণধার ॥ ৫৩

খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

নীলাকাশে, স্থির বাতাসে,
বেড়াই ভেসে, আয় রে মন!
উধাও অনন্ত পথে, করি বিচরণ।
কালো কালো মেঘেরি গায়, যেখানে চপলা খেলায়
আয়রে ত্বরা করিয়ে আয়, দেখিব সে শোভা কেমন।
চাঁদের কিরণে দিয়েরে সাঁতার,
জ্যোতিঃ মাখিব সাঁঝের তারার,
জুড়া'ব প্রাণের জ্বালা আমার,
করিব ইন্দ্র ধনুক ধারণ ॥
প্রভাতে অরুণ উঠিবে যখন,
স্বর্ণময় স্তম্ভ করিবে সৃজন,

সেই স্তম্ভে আমি করি আরোহণ,
দেখিব সুন্দর তরুণ তপন ॥
ছুই বনা আর এই ভূমিতল,
পবনের সনে খেলিব কেবল,
মাটিতে কি যেন রয়েছে গরল,
দূরে দূরে তাই করিব ভ্রমণ ॥ ৫৪

সুরট—একতালা।

মন চল সেই ব্রজধামে।
ধীর সমীরে, শ্রীযমুনা তীরে
দেখবে রাধা শ্যামে ॥
বসন্তের চির বিহার কানন,
কৃষ্ণলীলা ভূমি মধুর বৃন্দাবন,
অপরূপ ছাঁদ, শোভে কালাচাঁদ,
শ্রীরাধারে ল'য়ে বামে।
সারি শুক পিক কৃষ্ণ নাম গায়,
কৃষ্ণগন্ধ মাখে মলয়ের বায়,
কৃষ্ণনাম [illegible] যত তরু শাখা,
কৃষ্ণগন্ধ ফুলদামে ॥

ব্রজবাসীগণের মুখে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণ সেবা বিনে নাহি অন্য কাম,
কৃষ্ণ প্রিয়জন, কৃষ্ণ পরম ধন,
বিভোর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ॥ ৫৫

বেহাগ—তাল ঝং।

দয়াল গৌরহে! কেন প্রিয়ায় কাঁদা'লে!
অবলা সরলা বালায়, দুখনীরে ভাসালে।
পরিহরি পট্টবসন, করিলে কৌপীন ধারণ,
দণ্ডকমণ্ডলু ধরি, কেন কেশ মোড়া'লে।
বল বল কি বিরাগে, অথবা কার অনুরাগে,
উদাসী-সন্ন্যাসী হ'য়ে, নদে আঁধার করলে।
ত্যজ্য করি ধন জন, বিলাইছ প্রেম ধন,
কাঁদিয়ে কাঁদায়ে বুঝি, জগত্তারণ করলে ॥ ৫৬

পরজ—একতালা।

কত লীলা কর হরি।
কখন কিরূপ, কেজানে স্বরূপ,
ভাব যে বুঝিতে নারি ॥

কভু শুক্লকায়, তপস্যা শিখায়,
রক্তবর্ণ হয়ে যজ্ঞ করায়,
কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা পদ্ধতি দেখায়,
গৌররূপে হরি নাম প্রচারী ॥ ৫৭

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কালিন্দি সলিল মাঝে, নীলকমল ফুটিয়াছে।
কণক কমল তাহে, সারি সারি ঘিরিয়াছে ॥
দেখে অপরূপ শোভা, মধুকর মনোলোভা,
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল, আমোদে ধেয়ে আসিছে ॥
মরি কিবা শোভা হেরি, শ্যাম তমালে বেড়ি,
স্বর্ণলতা থরে থরে, ফুটিয়ে রয়েছে।
গগনে কালো মেঘ কোলে, দামিনী কামিনী খেলে,
অথবা কি স্বর্ণ হারে, নীলমণি গাঁথিয়াছে ॥ ৫৮

কানেড়া মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় জগন্নাথ প্রভুজীকী জয়
নীলাচলে দারুব্রহ্ম মরি কিবা শোভাময় ॥
চতুর্ব্যূহ রূপ ধরি, রতন বেদিকা'পরি,
আচণ্ডালে শুচী করি, ভুঞ্জ রাজভোগচয়।

জয়বুদ্ধ অবতার, স্বরূপ মাত্র ওঁকার,
জয় জয় মহারাজ, জয় দেব বিশ্বময় ॥
গভীর গর্জ্জন করি, কাঁপাইয়ে নীলগিরি,
তরঙ্গের তালে সিন্ধু, গায় তব নাম জয় ॥ ৫৯

সুরট—ঝাঁপতাল।

হরিপদ বিহারিণী, কলিকলুষ হারিণী,
জলব্রহ্ম স্বরূপিণী, এমা! গতিদায়িনী।
হিম গিরীন্দ্র নন্দিনী, শিব বিরিঞ্চি বন্দিনী
প্রেম ভক্তি প্রবাহিনী, নিস্তার কারিণী ॥
সুশীতল বারিধার, ভারতের কণ্ঠহার,
কি জানি মহিমা তোমার, পতিত-জন-পাবনী
অন্তে যেন তব জলে, ভাসি মাগো কুতূহলে,
রসনাতে গঙ্গা বলে, শমন-ভয়-বারিণী ॥ ৬০

কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল লোফা।

সখিরে!
যমুনার তীরে, কেগো ধিরে ধিরে,
বাঁশিতে গায়িছে গান।
সুমধুর স্বরে, মন চুরী করে
আকুল করিছে প্রাণ ॥

একি অসম্ভব, সে বাঁশির রব,
সুধুই আমারি নাম।
আসিবে কি তার, কেহ নাই আর,
এই বৃন্দাবন ধাম॥
বলগো তাহারে, কেন বারে বারে,
আমারে পাগল করে।
আমি,—যাইতে ত চাই, মনে ভয় পাই,
আর না ফিরিব ঘরে॥
কালিয়া বরণ, মেঘেরি মতন,
সেই যে নাগর রায়।
অতি যতনের, কুলগিরিবর,
ভাঙ্গিবে বজর ঘায়॥
কুরঙ্গিণী সম, বিন্ধিবেক মম,
মরম কটাক্ষ বাণে।
না যাইব জলে, করমের ফলে,
পরাণ সহিত টানে॥ ৬১

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

শ্মশান-বৈরাগ্যরূপা, মহামোহ বিনাশিনী।
চিন্ময়ী চিদ্ঘনকায়া, চৈতন্য প্রদায়িনী॥

নিরাকারা ভয়ঙ্করা, প্রখরা দিগম্বরা,
পঞ্চাশৎ বর্ণমালা মুণ্ডমালিনী।
অঙ্গে আদি বীজ মাখা, রুধির সমরক্তিমা,
ভানুশশী কৃষাণুত্রি নয়নের ভঙ্গিমা ;
উন্মাদ প্রকৃতি সতী, মহাকাল সনে রতি,
আনন্দে অধীরা সদা শ্মশানালয় বাসিনী॥
জ্ঞান অসী করে ধরা, নিরালম্বা স্বতন্তরা,
চিকুর ঘন অন্ধকার, দশন ছটা দামিনী।
অহঙ্কার বলিদান দিয়ে ভক্তি উপহারে,
পূজিলে প্রশান্ত বামা, বরাভয় দেয় তা'রে ;
কর্ম্ম পাশ করে নাশ, ঘুচায় তা'র ভবের বাস,
রাখে শান্তি নিকেতনে, কালী কুলুষ নাশিনী॥ ৬২

শঙ্করা—আড়া।

কি দিব বসিতে তোমায়, কি আছে সম্বল।
সবে মাত্র আছে আসন, হৃদয় কমল॥
এস হরি বৈস তথায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ধোয়াইব শ্রীচরণ, দিয়ে নয়ন জল॥ ৬৩

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

অমল ধবল, কমল আসনে,
ধবল বরণা কে গো ধনি
কুন্দ কুমুদ ইন্দু প্রতিমা,
শঙ্খ তুষার জিনি লাবণি ॥
বিশদ বসন, শ্বেত ভূষণ,
রজত হীরক, মুকুতা মণি।
জিনি গঙ্গাজল পবিত্র তরল,
জ্যোছনা মাখান, সুধার খনি ॥
বীণা যন্ত্র করে, সুমধুর স্বরে,
গায় যত রাগ, যত রাগিণী।
সিদ্ধ ঋষিগণ, করিছে স্তবন,
উঠিছে চৌদিকে, ঘন বেদধ্বনি ॥
করুণা কিরণে, মানবের মনে,
জ্ঞান কুসুম, ফুটাও আপনি।
সুরনারী বরা, বিদ্যারূপ ধরা,
সারদা বরদা, শুভদায়িনী ॥ ৬৪

ললিত—ঝাঁপতাল।

মদন সুখদা কুঞ্জে, বিরাজে কার কামিনী।
রূপ হেরি লুকায় লাজে, চপলা সৌদামিনী ॥

নীল বসন পরা নীলাকাশ যেন সাজে ;
তারকাবলী খচিত তাহে রচিত মুকুতা মাঝে ;
রূপ নয় রসের খনি, অভরণে জ্বলিছে মণি,
বেণী বিলম্বিত যেন দুলিছে কালফণিনী ॥
নবীনা কিশোরী বামা, নয়ন শফরী সমা
মুখচন্দ্র নিরুপমা, মৃদুহাসিনী।
সিন্দূর চন্দন চুয়া, কপালে তিলক লেখা ;
কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে, চরণে যাবক রেখা ;
কুসুমে ভূষিত তনু, খেলে তাহে কুসুম ধনু,
সুষম প্রেম প্রতিমা, ব্রজ-বিপিন-বাসিনী ॥ ৬৫

(কীর্ত্তন)—তিওট।

হরি হে ! কৃষ্ণ হে ! বাঁকা বংশীধারী ;
দেখা দেও হে শ্রীহরি।

আড়া তাল।

ভুবন আলো কালোরূপ, নয়নে হেরি ॥
হৃদি বৃন্দাবন ধামে, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে,
দাঁড়াও একবার লয়ে বামে, প্রেমময়ী কিশোরী ॥

দশকুশী।

বড় সাধ আছে মনে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে গো,
হেরিব যুগল মাধুরী ;

আমি—শ্রীপদে বিকাইব, দাস হইয়ে র'ব,
হইব প্রেম ভিখারী।

আড়া।

সংসারেরি জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হ'ব বলে,'
লয়েছি নাথ চরণ তলে, শরণ তোঁহারি॥ ৬৬

(কীর্ত্তন)—আড়া।

জয়রাধে! জয়রাধে! শ্রীরাধে!!! এ!!
ঐ দ্যাখ্ কিশোরী! নবঘন শ্যাম।
ভুলিস্‌নে, দেখে বাঁকা ঠাম॥
শুনিয়ে যার বাঁশরী, চিত্র পটে যারে হেরি,
আকুল হ'লে প্যারী, ঐ দ্যাখ্ সেই হরি,
জিনি কোটী কাম॥ ৬৭

বাহার—তাল ধামাল।

জয় নারায়নানন্ত, জয় শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
মধুমুর নরক কংসাসুর মর্দ্দন॥
নমস্তে কালিয় হর, রক্ষবংশ ধ্বংস কর,
শঙ্খচক্র গদাধর, জয় জয় জনার্দ্দন।
সুরসিদ্ধ কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপসর,
গায় মঙ্গল গীত, স্তুতি শ্রুতি-রঞ্জন।

শ্যামল সুন্দর বেশ, পীতাম্বর হৃষীকেশ,
শেষ-শায়ী অশেষ দূরিত দুঃখ-ভঞ্জন ॥
কমলা-লালিত পদ, অভয় অতুল পদ,
ভকতগণ-সম্পদ, কমল-দল-গঞ্জন ॥ ৬৮

বিভাষ—একতালা।

এমা শঙ্করি! বল কেমন করি,
থাক্‌ব তোমায় ভুলে মা শঙ্করি।
এমা এনেছ সংসার, সং করি সার,
তাহার পশার, কিসে সম্বরি ॥
দারা সুত আর সঙ্গী ধন জন;
সে'সব মায়ার ভঙ্গী, কিবা প্রয়োজন;
সাধন সম্বল, সঞ্চয়ে কেবল,
বাদ সাধে তারা, সময় হরি।
সাধের সকলি বিষাদের ছায়া;
দুদিন বাদে তাহা লুকাইবে কায়া;
শমন কিঙ্কর, আসিছে সত্বর;
কখন লইব, নাম তোমারি ॥ ৬৯

পিলু—তাল পোস্ত।

হরি বলে' ডাক্‌রে মন,
চেয়ে দ্যাখ্ ঐ বেলা গেল।
ভবের খেলা শেষ হলো রে!
কালনিশীথিনী এল
খেলাতে যে হয়েছে জয়,
জয় নয় সে পরাজয়;
জয় লাভ করিবে যদি,
জয় জগন্নাথ বল ॥ ৭০

আলিয়া—একতালা।

একি রীতি তব চমৎকার।
বুঝিতে না পারি, প্রকৃতি তোমারি;
কি পিরীতে কারে দয়া কর হরি;
কোন্ গুণে বাধ্য হ'য়ে বিশ্বারাধ্য,
কখন্ দেও কারে, সেবা অধিকার ॥
কভু ভূত প্রেতগণে সঙ্গে রাখ;
তাদের সন্তোষে চিতা ভস্ম মাখ;
কখনো ডাকিনী যোগিনী বর্ণিনী,
নাচে উলঙ্গিনী, যেন উন্মাদিনী;

তাদের সনে সাজ সমররঙ্গিনী,
সুধা পানে মগ্না বিকট আকার ॥
কখনো আবার ধর মোহন বেশ ;
প্রেম রসে ভোর অনঙ্গ আবেশ ;
মোহিনী মূরতি ব্রজের যুবতী,
পতি ভাবে তোমায় সেবে জগৎপতি ;
কখনো হও শিশু সুন্দর আকৃতি ;
শিশু সখা সব স্বরূপ তোমার ॥
কভু মুনিগণ সনে কর বাস ;
কভু বন পশু থাকে তব পাশ ;
বিষ দিয়ে কেহ, পায় তব স্নেহ,
যে জন ভাল বাসে, ছাড়াও তারে গৃহ ;
যে ভাবেতে রাখো, যেন নিঃসন্দেহ,
প্রাণ ভরি তোমায়, ডাকি অনিবার ॥ ৭১

জয়জয়ন্তী—একতালা।

শ্যাম সুন্দর, অতি মনোহর,
বিনোদ নাগর, মদনমোহন,
নবীন কিশোর, পীতাম্বর ধর,
নব নটবর, বংশীবদন ॥

কস্তুরী তিলক শোভিত কপালে ;
চন্দন চর্চ্চিত দ্বিভুজ মৃণালে ;
গলে গজমতি বনমালা দোলে ;
ললিত ত্রিভঙ্গ, শ্রীনন্দ নন্দন।
নয়ন ইন্দীবর, পাকা বিম্বাধর,
শিখী পুচ্ছ চূড়া বেড়া গুঞ্জাহার,
কুসুম রতন ভূষণ সুন্দর ;
মধুর মুরতি, রাজীব চরণ ॥ ৭২

সাহানা—জদ্।

প্রেমময়ী কমলিনী, উন্মাদিনী ধেয়ে যায়।
কুশাঙ্কুর ফোটে কত, কোমল কমল পায় ॥
চরণে নূপুর ধ্বনি, কঙ্কণের ঝনৃঝনি,
কমল গন্ধে অন্ধ অলি-বৃন্দ গুঞ্জরবে ধায়।
নীলাম্বরে অঙ্গ আভা, যেন তড়িতের প্রভা,
শ্যামজলধর আশে, বন আলো করে তায় ॥ ৭৩

সুরট—তাল পোস্ত।

মন মজরে হরি পদে, হরি বিনে গতি নাই।
হরিনাম লয়ে মুখে, সুখে ব্রজে চল ভাই ॥

ভেবেছ অন্তিম কালে, ডাকিবেরে হরি বলে,
কফে কণ্ঠ করিবে রোধ, রহিবে বিকলে ;
এই বেলা ডেকে নেরে !
ডাকার সময় আর নাই।। ৭৪

ললিত—ঝাঁপতাল।

ভেবেছ কিরে ভ্রান্ত মন, এ ভব সুখভোগের স্থান।
এযে বিষম পরীক্ষার স্থল, বাসনার শ্মশান ॥
কতই সুখ সাধ মনে, উঠে তারা বাজী প্রায় ;
উল্কা তারা সম তারা, পলকে মিলায়ে যায় ;
ঝলকে ধাঁধা দেখে নয়ন, না পেয়ে কাঁদে প্রাণ।
হেথা, পদে পদে পরমাদ ; ঘটে বিষাদ অবসাদ,
পরীবাদ বিসম্বাদ ; মন যে করে ম্লান।
কমলে কণ্টক আছে, কুসুমে কীট বাস করে ;
মুকুতা প্রবাল মণি থাকে অগাধ সাগরে ;
রত্ন লাভে যত্ন কর, হ'য়ে সাবধান।। ৭৫

সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াখেম্‌টা বা পোস্ত।

ব'ল দেখি, কমলাঁখি, কমলিনী কি হইল ?
কি জন্যে কি পুণ্যে, তোমার,
কালোবরণ, গৌর হ'লো।

তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে, ভাসিতে নয়ন জলে,
ছেড়ে কেন নদে' এলে, ফিরে ব্রজপুরে চল ॥
প্রেমময় তোমায় হেরি, প্রেমময়ী সঙ্গে করি,
বুঝি এক দেহ ধরি, বাহিরে গৌর,
অন্তর কালো ॥ ৭৬

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন মন বিষয়ে মগন।
মোহবশে কাল গ্রাসে, হতেছ পতন ॥
হায়! একি অসম্ভব, অবসর নাহি তব,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র, করিতে স্মরণ।
বিষয় কি সঙ্গে তব, করিবে গমন ॥ ৭৭

বেহাগ—তেতালা।

চাহিনা চাহিনা হরি, বিনা তব শ্রীচরণ।
দয়া কি হবে না তবু, কৃপাসিন্ধু দীনশরণ ॥
ঐ চরণ তলে প্রভাকর, নখরেতে সুধাকর,
কমলে মণ্ডিত পদের কোমল গঠন।
মধু লোভে দলে দলে ভ্রমে ভক্ত অলিগণ ॥

ঐ চরণ শিরে ধরে', বলি তোমায় রাখে দ্বারে,
ত্রিলোক উদ্ধার করে, গয়াসুর মহাজন।
ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা, লভে ওপদে জনম ॥
ঐ চরণে পাষাণ মোচন, কাষ্ঠ তরি হ'লো কাঞ্চন,
ওপদ প্রভাবে শমন ভয় নিবারণ।
সাজা'তে বাসনা দিয়ে, তুলসী চন্দন ॥ ৭৮

কালেংড়া—তাল জৎ

যুগে যুগে কত যে জানা'লে মহিমা মা !
বেদাগমে নাহি পারে, দিতে তার সীমা ॥
সত্যকালে সতী বলে, ত্রেতায় ত্রিপুরা হ'লে,
দ্বাপরেতে দুর্গা তুমি, কলিকালে কালী মা।
কখন অসুর নাশ, ঘুচাও সুরগণের ত্রাস,
কভু বিশ্বকর গ্রাস, হ'য়ে মহা ভীমা ॥
দূর কর দয়াবতী, ভারতের দুর্গতি,
ঘুচাও সে দীন হীনার, কলঙ্ক কালিমা ॥ ৭৯

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

এমন পাগলিনী নারী, কেহ কি দেখেছ কোথা।
হয়ে শোণিত তৃষাতুরা, কাটে যে আপন মাথা ॥

কাঁচা কোকনদ বরণ, কোমল ননীর গঠন,
তরুণী কি তরুণ তপন, মনেতে লাগেরে ধাঁধা।
কি কাজে লাজের মাথা খেয়ে,
উলঙ্গিনী হয়েছে মেয়ে,
পাগলের সঙ্গে রৈয়ে, শিখেছে পাগলের প্রথা ॥
সঙ্গিনীগণ সেই রঙ্গেতে রঙ্গিনী ;
শবাসনা শোণিত পানে উন্মাদিনী ;
নাচিছে সে অবোধিনী, কি যেন আনন্দে মাতা।
নারী হ'য়ে করিছে দমন, চরণ তলে রতি মদন,
শ্বেতসরসিজাসন, ত্রিকোণ মণ্ডল তথা ॥
নাগযজ্ঞোপবীতিনী, মুণ্ডাস্থিমালিনী,
বৈরাগ্য স্বরূপিণী, উদার মহিমান্বিতা ॥ ৮০

গৌরী—একতালা।

সাঁঝ আরতি বাজিল সঘনে ;
চল চল যাই শ্যাম দরশনে,
কণক কমল প্যারীজী সনে, বিরাজে রতন আসনে।
জ্বালহ দ্বীপ ঘর উজোরি, বরণ করিব শ্যামগোরি,
চাঁদবদন হেরি হেরি, মুছাইব চারু বসনে

কর্পূর দীপ অতি মঙ্গল, জ্বালহ বরিতে চাঁদ যুগল
আন বারি পূরি শঙ্খ, বিমল,
কুসুম মাল্য অতি যতনে ॥
সুগন্ধে মোদিত করহ ভবন,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর নিঃস্বন,
বাজাও মৃদঙ্গ করহ কীর্ত্তন,
জয় জয় ধ্বনি হোক গগনে।
হেরি যুগল রূপ মাধুরী,
আনন্দে মাতিবে, মানস চকোরী,
চরণামৃত পান করি, সফল করহ জীবনে ॥ ৮১

মল্লার—একতালা।

মেঘনাদে বাজিছে বাজনা, চপলা চমকে
দীপক জ্যোতিঃ।
উল্কাপাতে আতস বাজী, জ্বলিছে জোনাকী
ঝাড়ের বাতি ॥
আকাশ ব্যাপিয়া অসীম আঁধার,
নাহিক প্রকাশ একটী তারার,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ পড়ে জলধার, সোঁ সোঁ
সমীর শবদ অতি।

থেকে থেকে যেন কামানের ধ্বনি,
গুড়ুম্ গুড়ুম্ গরজে অশনি,
প্রকৃতি সুন্দরী হয়ে উন্মাদিনী,
ধরিয়াছে যেন ভীষণ্ মূরতি ॥
এই ত কালিকা করালরূপিণী, এই ত আদ্যা
ত্রিগুণধারিণী, ভবারাধ্যা ভীমা সংহারকারিণী,
ভক্তি ভাবে পদে কর প্রণতি ॥ ৮২

ললিত—আড়া।

ঐ শোন ওরে মন, কে ডাকে করুণ স্বরে।
দেখিয়ে জীবের দুখ, তাহার প্রাণ বিদরে ॥
করুণার অবতার, ঘুচা'তে পাপের ভার,
দুনয়নে অশ্রুধার, অবিরাম ঝরে।
যারে তারে বিতরণ, করিতেছে প্রেমধন,
অধম কি মহাজন, সে বিচার নাহি করে ॥
কি বলে সে শোন শোন, মহামন্ত্র উচ্চারণ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ব'ল মন হরে হরে ॥ ৮৩

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

পরাধিনী ব'লে কি মা! হ'য়ে আছ ম্রিয়মান
ভূমণ্ডলে কোন ভূমি, নহে মা তব সমান ॥

নদ নদী সুবিমল, অগণিত ফুল ফল,
শস্যরাজী সমুজ্জ্বল, যড় ঋতুর বিধান।
শোভিছে কিরীট শিরে সমুন্নত হিমাচল,
ধোয়াইছে অঙ্গ তব, গঙ্গা যমুনার জল,
সাগর বেষ্টন যেন নীল সাটী পরিধান॥
নানা তীর্থ সুশোভন, নানা শাস্ত্রে আলাপন,
পূজা হোম অগণন, কত যোগী করে ধ্যান॥
তোল-মা মুখ ভারত, ভার মুখ করো না,
পুণ্য ভূমি তুমি, তব, অভাব কি বলো না,
নাম সঙ্কীর্ত্তনে ধন্য, নহে ভাগ্য পরিমাণ॥ ৮৪

পুরবী—একতালা।

স্বপনেরি খেলা, কি এ মায়ের লীলা
বুঝিতে না পারি, কার, ছলনা।
কমল আসনে, বিরাজে সঘনে,
কমল কামিনী, হেম বরণা॥
চতুর্ভুজ ধরা, বরাভয় করা,
দ্বিকরে কমল, ধরে ললনা।
চতুর্দ্দন্ত চারি, বারণ ঢালে বারি,
রত্নঘট ভরি, কেন বলনা?

ভারত জননী, ধরণীর রাণী,
অভিষেক আজি, হলো ঘোষণা।
হেনরূপ কবে, নয়নে হেরিবে,
অথবা এ সব, সুধু কল্পনা?

সুরট মল্লার—একতালা।

কেন,—পরলোকে কর ভয়।
তোমার, পরমাত্মীয়, প্রাণ হ'তে প্রিয়,
পরাৎপর সেথা রয়॥
ভেবে দেখ মন পিতা মাতা আর,
কন্যা পুত্র বন্ধু আদি পরিবার,
অনেকেই তথা করিছে বিহার,
পরবাস সেত নয়।
হেথা রোগ শোক বিচ্ছেদ যাতনা,
তথা কেবল শান্তি কেবল সান্ত্বনা,
নাহি কোন ক্ষোভ, নৈরাশ্য তাড়না,
সতত আনন্দময়॥
এক মাত্র সূক্ষ্ম যবনিকা পার, গেলে পরে—
ঘোচে মনের যত ভার, সেথা পূর্ণ জ্যোতিঃ
এখানে আঁধার, হেথা পরাভব, সেখানেতে জয়।

জড়ের গুণে হেথা মায়ার বন্ধন, সেথা স্বাধীনতা
সুখ বিলক্ষণ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লক্ষণ,
সেই ত স্বদেশ হয় ॥ ৮৬

ললিত—খেম্‌টা।

ওহে! বিনোদ, নাগর রায়!
হোরি খেলিব মোরা, আজি দুজনায়
ছাড় মোহন্‌ বেনু, ওহে পরাণ কানু,
নীল কমল তনু হায়!
লালেলাল্‌ হইবে বরণ ঢাকিবে,
চিনিতে ঘটিবে দায় ॥
রমণীর সনে, হারো যদি রণে,
হাঁসিবে সখীগণে তাঁয়,
দিবে পিচুকারী, আর টিট্‌কারী,
কি হ'বে তখন, উপায় ॥ ৮৭

দেশমল্লার—আড়া।

দেখলো সজনি ঐ, পথ পানে মেঘ সাজে।
বিকে যাওয়া হ'লোনা আজ, ফিরে চল গৃহকাজে ॥
ঘন কৃষ্ণ কলেবর, হইতেছে অগ্রসর,
ইন্দ্রধনু সহ তড়িৎ ঝলিতেছে মাঝে মাঝে।

সামান্য জলদ নয়, এ বুঝি নন্দ তনয়,
মনে বড় হতেছে ভয়, মরিব কি লোক লাজে ॥
কঠিন কপট শঠ, সে যে অতি লম্পট,
পসরা লুটিয়ে ল'বে সে কালা চতুর রাজে ॥ ৮৮

রামপ্রসাদী সুর।

কেন কর মন ! টাকা টাকা।
ওরে ! টাকায় কি ক্লেশ, যায় রে ঢাকা ॥
শোক তাপ হ'বার বেলায়,
টাকা কড়ি দেখায় ফাঁকা।
অতুল বিভব, তার কি গৌরব,
নেড়ে চেড়ে তায়, যায় কি থাকা।
শমন এসে ধরবে যখন,
তখন কি আর, যায় রে রাখা।
ওরে ! মনের দুঃখ দূর করে,
কেবল দুঃখহারীকে ডাকা ॥ ৮৯

সিন্ধু—মধ্যমান।

হরি ! কে তোমারে বলে নিরাকার।
কি বিচার; পরম সুন্দর তুমি, মোহন আকার ॥

তব রূপের আভাস, নীলাকাশে সুপ্রকাশ,
নবীন নীল-নীরদ, তুলনা তাহার ॥
দলিত অঞ্জন পুঞ্জ, শ্যাম তমাল কুঞ্জ
নীল জলজ জিনি, শোভার আধার।
তব পদতল প্রভা, প্রভাত ভানুর আভা,
অলখ প্রত্যক্ষ তুমি, সর্ব্বত্রে সঞ্চার ॥ ৯০

আলিয়া—কাওয়ালি।

মা হয়ে কেন, এমন ধারা তব?
কত আর সব।
নাইরে মা তোর মায়ার লেশ,
পাঠা'লে আমারে বিদেশ,
তনয়ের প্রতি দ্বেষ, একি অসম্ভব ॥
কত যে পেতেছি দুখ জননী,
কেমনে বলিতা তোরে;
সদা ভাসি মা অকুল ঘোরে,
দুর্গতি দূর কর তারিণী;
আর কত দিন এভাবে যাবে না জানি;
ত্রিতাপহারিণী তারা, হয়েছি জীয়ন্তে মরা,
আর যেন দিওনা মা! যন্ত্রণা অভিনব ॥

পদে পদে করিতেছি অপরাধ,
ক্ষমা কি করিবে না মা, সাধিবে সন্তানে বাদ;
কত আর ঘটাবি মা পরমাদ,
দয়াময়ী নামে হবে অপবাদ;
পাষাণ কুলের ধারা ছাড়ি, ডেকেনে মা
আপন বাড়ি, বিদেশে বিঘোরে,
আর কত দিন প'ড়ে র'ব॥
ভেবেছিলাম, এ যে বড় রম্য স্থান;
এখন হয় শঙ্করি গো কারাগার সম জ্ঞান;
যন্ত্রণায় সদা আমার কাঁদে প্রাণ;
শ্রীপদে আমারে এখন দেমা স্থান!
এমনি জঞ্জালে থাকা, ঘটেনা মা তোমায় ডাকা,
সকলেই আত্মসারা, কার্ মুখ চেয়ে র'ব॥ ৯১

বাহার—জদ্।

লক্ষ্য স্থির কররে ভাই, বাসনা যদি সাধনে
রু দত্ত মূল মন্ত্র, ভাবরে একান্ত মনে॥
মন যে অতি চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
স্থির নহে এক পল, উদ্যত অধঃপতনে॥
অনন্ত স্বরূপ দেখ, সেই রূপে ধরে থাকো;
গুরু যেরূপ দেখায়েছে, হৃদে রাখ যতনে

দিয়েছে যে নাম বলে, সেই নাম যেয়ো না ভুলে,
তোমায় আমি বলি খুলে, সতত বল বদনে ॥ ৯২

সুরট—কাওয়ালি।

অন্য বাসনা কেন, কর ওরে মন।
সুবাস ত্যজিয়ে কেন, কুবাসে কর যতন ॥
ভাব শবাসনা বিবসনা, বাসনার পরম ধন ॥
কি আশে-বাস কর বাসে, প্রয়াশ ভুষণ বাসে,
রবিসুত বাসে যেতে, হবেরে তোর এখন।
ভাল আশ যদি কর, ভালে যার শশধর,
ভাল বাস কৃত্তিবাস, হৃদে বাস করে যেজন,
সাধে পর গলে ফাঁস, নারীর প্রণয় পাশ,
পরবাসে উপবাস, কর সদা কি কারণ।
হও ত্বরা অবসর, অসার সব পাশর,
কর রজনী বাসর, কালী নাম উচ্চারণ ॥ ৯৩

খাম্বাজ—আদ্ধা।

সহে না সহে না প্রাণে, বিরহেরি যাতনা।
দেখা দিয়ে ঘুচাও হরি, মরমেরি বেদনা ॥
হৃদয় কমলাসনে, বসাইয়ে তোমা ধনে,
ভজিব রাঙ্গা চরণ, মনেরি এই বাসনা

এ জগতে সবে কয়, তুমি বড় দয়াময়,
এই কি তার পরিচয়, দয়া কেন হয় না॥ ৯৪

রাম প্রসাদী সুর

এসংসারে সবাই পাগল
সদাই বকে আবল্ তাবল্॥
ধনের পাগল, জনের পাগল,
মানের আর মর্য্যাদার পাগল
যারা আপ্‌না আপনি ব'কে মরে.
তা'দের নাম রটনা কেবল॥
ধন জন সব্ ছাড়ে যারা,
লোকের কাছে তারাও পাগল।
দেবের দেব মহেশ পাগল;
পাগলেরি মেলা সকল॥
ধন্দ পাগল, সন্দ পাগল,
মন্দ পাগল বন্ধ পাগল;
পাগল গন্ধ যায়না ছাড়ান;
বলরে-মন হরি হরি বল॥ ৯৫

লুম্-ঝিঝিট—আড়া।

অপরাধ ক্ষমা কর, ক্ষেমঙ্করি এমা শিবে।
তাপিত তনয়ে কি মা! দোষী বলে বিনাশিবে॥
করিয়াছি পাপ যত, সাজা পেলাম্ বিধিমত,
যাতনা সহিব কত, কান্দিতেছি নিশি দিবে।
দয়াময়ী দয়া কর, পাপ তাপ সংহার,
মা হ'য়ে সন্তানে আর, দুর্গতি কত করিবে॥
না জানি তপঃ সাধন, না করি তব পূজন,
আমি অতি অভাজন, কৃপা করি নিস্তারিবে॥ ৯৬

আশা ভৈরবী—তাল আড়া ঠেক

মা যে আমার পাগলিনী;
শুনেও ত শোনে না বাণী
ক্ষিদে পেলে, খেতে চেলে,
কখনো দেয় চোখ্ রাঙ্গানি॥
দুখে আমি কান্দি যত, মা আমার হাঁসেন্ তত,
আবার গালি দেয় কত মত, ফোঁড়ার উপর
বিষ পোড়ানি॥
কোলে আমি যাই ধেয়ে, সোরে যায় পাষাণের মেয়ে
থাকি মায়ের মুখ চেয়ে, বুকের কেবল ধড় ফড়ানি।

এত যে দারুণ জ্বালা, মন প্রাণ হয় ঝালা পালা,
স্নেহের ভরে ডাকে যখন,
কতই মধুর আদরখানি ॥ ৯৭

প্রসাদী সুর—তাল আড় খেম্‌টা।

প্রাণ সখা কোথায় আছে।
তারে রাখ্‌বো আমি কাছে কাছে ॥
বড় ভয় হতেছে মনে, হারাই বুঝি প্রাণ ধনে,
ধোরে থাকব সে কারণে, আমায় ছেড়ে
যায় বা পাছে ॥
নামটী তার দীননাথ, ভাল বাসা সবারি সাথ,
প্রেমের ডাকে রৈতে নারে, জাতি কুল নাহি বাছে।
খেল্‌তে এসে কত দিন হায়, খেলা ফেলে—
উঠে পালায়, কত বার যে কতই কান্দায়,
অমন্‌ ক'রে প্রাণ কি বাঁচে ॥ ৯৮

ভৈরবী—তাল পোস্ত।

তোরা দেখে যালো সহচরি, শ্যাম এসেছে ;
(আমার পিয়া এসেছে)।
হেঁসে হেঁসে ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসেছে ;
(আমার কাছে বসেছে) ॥

সাজা'য়ে বিনোদ গলা, দিয়েছি বনফুলের মালা,
আহা মরি চিকণ কালার শোভা হয়েছে;
(কি বা শোভা হয়েছে)।
কহে কি মধুর কথা, ঘুচেছে প্রাণের ব্যথা,
এত দিন পরে আমায়, মনে পড়েছে;
(দাসী ব'লে, মনে পড়েছে)॥ ৯৯

সিন্ধুভৈরবী—তাল একতালা।

আমি কে, তোরা কে, বলে'দে আমারে।
কোথা আছি, কি হয়েছি, কি করি, চাহি কারে॥
কি যেন আমার নাই; কারে যেন খুঁজে বেড়াই;
এখন আর, পাই কি না পাই; কে দিবে তাঁরে॥
কাননেতে নিশাভাগে, কি যেন বাজিত আগে,
সদা আমার মনে জাগে, মধুর স্বরে।
বল্ যদি জানিস্ তোরা, কোথা আমার মনচোরা,
কালো মাণিক ঝলে কোথা দেখাতে কে পারে।
মণি হারা ফণিনী, কে করিল মোরে॥ ১০০

ললিত আড়া।

হৃদয় গগনে আমার, কাল মেঘ লাগিয়াছে।
মেঘ যেন চাঁদে মাখা, কিবা শোভা পেয়েছে॥

ঝরে তাহে অনিবারি, আনন্দ অমৃতবারি,
চক্ষে ধারা বহে তারি, প্রাণ ভিজেছে।
এ মেঘে মধুর ধ্বনি, নহে বজ্র-সঞ্চারিণী,
সুশীতল সৌদামিনী, শান্ত প্রভা দিতেছে॥
মন আমার চাতক পাখী, হয়েছে পরম সুখী,
চকোরী হইয়ে আবার, সুধা পিতেছে।
মেঘেতে সৌরভ থাকে, কে বুঝিবে বলি কা'কে,
দেখিতেছি থাকে থাকে, কমল ফুল ফুটিয়াছে॥ ১০১

কেদারামিশ্র—তাল আড় কাওয়ালি।

এহৃদি শ্মশান ভূমে নাচ ওগো শ্যামাঙ্গিনী।
আছে কামাদি দনুজ দল, নাশ রণ-রঙ্গিনী॥
দেহের যে পঞ্চভূত, ল'য়ে সেই সব ভূত,
খেল আসি অদ্‌ভুত, এলোকেশী উলঙ্গিনী।
অবিরত চিতা-নল, জ্বলিতেছে প্রবল,
হবে তব যোগ্য স্থল, তুমি মহা যোগিনী॥ ১০২

বাহার—তাল ঠেস্ কাওয়ালী।

মনের একি ভুল; দৃশ্যে করে অদৃশ্যের তুল।
দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম, দৃষ্ট যত স্থূল॥

কোমলতা বুঝ্‌তে তাঁহার দেখায় কমল ফুল ;
কমলে কি সে কোমলের হয়রে এক চুঁল ;
বরণ দেখায় গগনের গায়, সে বরণ কি মেঘেতে প্রায়
চাঁদে আর চঞ্চলায় সে শোভার হয় কি সমতুল ?
মণি মুকুতা-ভূষণ, কি, সে অঙ্গে সুশোভন,
অপ্রাকৃত অভরণ, শোভেরে সে অঙ্গে।
যত কিছু যায় রে দেখা, তাঁহারি মহিমার রেখা,
যার চিত্তপটে থাকে লেখা,
সে দেখেরে অতুল ॥ ১০৩

বাগেশ্রী বাহার—তাল জদ।

হরি হরি মরি মরি, তনু তরি ভেঙ্গে গেলো।
অকূল জলধি মাঝে, বিপাকে পড়ি ডুবিলো ॥
নেয়ে ছিল যে ছয় জন, বঞ্চনা করি এখন,
ছাড়ি দণ্ড কেরুয়াল, প্রাণ ল'য়ে পালা'লো।
বিবিকে যদি কর্ণধার, করিতাম তবে আর,
বিপদ হ'তোনা আমার, হায় হায় এ কি হ'লো।
বিপদ ভঞ্জন হরি, এ সময়ে কৃপা করি,
লাগাইয়ে প্রেম ডুরি, কূলে আমায়
টেনে তোলো ॥ ১০৪

বাহার—তাল ঠেস্ কাওয়ালী।

কলঙ্কে কি ভয় ;—সুধাকরেতে কলঙ্ক,
কত শোভা হয়।
কলঙ্কিনী কমলিনী, জানে বিশ্বময় ॥
শ্যাম কলঙ্ক অলঙ্কার, হয়েছে কপালে যার,
সে কি কভু করে আর, শমনেরে ভয়।
ত্রিভুবনে ধন্য ধন্য, সবে বলে জয়,
কৃষ্ণ প্রেমের কলঙ্ক বড়ই সুধাময় ॥
চাহি না মান সম্ভ্রম, কি হবে ধরম্ করম্,
সে সকল মনোভ্রম, প্রেম যেন হয় ॥ ১০৫

বাগেশ্রী—তাল আড়া।

হেরগো হেরম্ব, গিরিসুতা-সুত বিভু।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ওহে সিদ্ধি দাতা প্রভু ॥
তুমি বিঘ্ন বিনাশন, লম্বোদর গজানন,—
সিন্দূর জিনি বরণ, হেন রূপ হেরি নাই কভু।
এক দণ্ড মহাকায়, খর্ব্ব স্থূল তনু তায়,—
চতুর্ভুজ শোভা পায়, মহাজ্ঞানময় বপু ॥ ১০৬

পিলু—তাল (ছপ্‌কা)।

ভালা নাচত কানাইয়ালাল।
কানাইয়ালাল, মেরি মাখনলাল ॥

ঘু'রে ঘু'রে নাচ তুমি, হাততালি দেই আমি,
কঙ্কন কিঙ্কিনী রুণু ঝুনু তাল॥
বাজত নূপুর, অতি সুমধুর,
হাঁসত খেলত, বাজাওত গাল।
নাচ যাদুমণি, ক্ষীর সর নবনী,
চাহ যত দিব তত, সুন্দর গোপাল॥ ১০৭

কালেংড়া—তাল যদ্।

দুঁহু তনু এক হ'ব, বাসনা করেছি মনে।
ঢাকিব শ্যামকান্তি আমার, তোমার গৌরবরণে॥
তিলেক বিচ্ছেদ আর, সহে না প্রাণে আমার,
তব ভাব অঙ্গীকার, কর্‌ব আমি সে কারণে॥
বড়ই আমার হয়েছে সাধ, কি সুখ তুমি কর আস্বাদ,
স্বমাধুরী রসাস্বাদ, কর্‌ব মধুর মিলনে।
কাঁদিয়াছ তুমি যত, প্রেমডোরে বেঁধেছ তত,
বহাব প্রেমের স্রোত,
কাঁদিয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥ ১০৮

সুরট—তাল খেমটা।

একি প্রেমের হাট বসেছে নদীয়ায়।
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহবা এনে যোগায়।

এসেছে এক প্রেমের মহাজন ;
তার ব্যবসাতের নহে যে ধরণ ;
সে যে, যারে তারে অযাচিতে,
আপনা হ'তে প্রেম বিলায় ॥ ১০৯

বেহাগ—(আড়া ঠেকা)।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ, হয়েছে শুভ মিলন।
বহিছে প্রেমের নদী, মধুর রস আস্বাদন ॥
দেখিতে বিরহের ভাণ, এক দেহ এক প্রাণ,
অন্তরেতে কৃষ্ণ ঢাকা, বাহিরে গৌরবরণ ॥
ব্রজের ভাবে বিভোরা, সদা থাকে নবীন গোরা,
গোপ গোপীগণ তারা, কীর্ত্তনের সখাগণ।
নূতন নূতন ভাব, প্রেমের নূতন প্রভাব,
নবরস অনুভাব, নদে' নব বৃন্দাবন ॥ ১১০

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচে দ্বিজমণি, হরি হরিধ্বনি,
একি আজ শুনি, এই নদিয়ায়।
"হরে কৃষ্ণ রাম" রব অবিশ্রাম,
গোপাল গোবিন্দ, পরাণ মাতায় ॥

নাচে গদাধর অদ্বৈত নিতাই ; নাচে হরিদাস
জগাই মাধাই, শ্রীবাস মুকুন্দ, যত ভক্তবৃন্দ,
সবাই নাচেরে ;—নেচে নেচে প্রেমজলে ভেসে যায়!
বাজে করতাল বাজিতেছে খোল ;
শঙ্খ ঘণ্টা শিঙ্গায়, উঠে ঘোর রোল ;
হরি হরি বোল, হরি হরি বোল ;
ব'লে—নাচে কাঁদে ধূলাতে লোটায় ॥
সবে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর ;
শত শত দীপ জ্বলিছে উজোর, পুষ্প বরিষণ,
করে দেবগণ কিবা শোভারে !—ফুলমালা দোলে
সবারি গলায়, শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমে নিমগণ ;
চারি দিকে আজি ছড়ায় প্রেমধন; ধরাধাম হ'লো
বৈকুণ্ঠ ভুবন ; স্থাবর জঙ্গম ত্রাণ পায়।
যে নামের মহিমা বেদে নাহি সীমা ;
অতুলনা যেই নামের মধুরিমা,
অনর্পিত ধন, অমূল্য রতন, মধুর হরি নামরে !—
গোরা যেচে যেচে আচণ্ডালেরে বিলায় ॥ ১১১

(কীর্ত্তন)—আড়া!

জয় রাধে! জয় রাধে! শ্রীরাধে! রাধে! এএএ!!
রাধে কৃষ্ণ বলে' চল্, মধুর বৃন্দাবনে॥
যুগল দরশনে রে!
হেরি রাধাকৃষ্ণরূপ, সফল কর নয়নে॥
(চল্ রে!)—হেরিগে সেই বৃন্দাবনে,
রত্নাসনে রাধা সনে,
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন্‌মোহনে;
বিকাইয়ে প্রাণ মন, শরণ লও ঐ চরণে॥ ১১২

সুরট—ঝাঁপতাল।

খেপা ছেলে কোথা পেলে, কোথা হ'তে এলো বল
সাপের ঘাড়ে চড়ে নাচে, স্তনে চোষে হলাহল॥
সখাগণের খেলায় হারে, নিয়ে বেড়ায় কান্ধে ক'রে,
মুখে দিলে কুতূহলে, খায় তা'দের এঁঠো ফল।
গহন কাননে ফেরে, দেব দৈত্যে নাহি ডরে,
অবহেলে গিরিধরে, জানে কি কৌশল।
দাবানল পান করে, বলে ভাঙ্গে তরুবরে,
ক্ষীর ননী চুরি করে, কোথায় শিখিল এ ছল॥ ১১৩

বল বল তুমি কার প্রেমে মাতি,
বিভোর রয়েছ দিবস রাতি,
এ বুঝি জীবের দেখিয়ে দুর্গতি,
এসেছ করুণা করি ;—
ছদ্ম ভাবে কেন করহে ভ্রমণ,
অযাচিতে জীবে দেহ প্রেম ধন,
আমি অভাজন বিষয়ে মগন,
আমায় দয়া কর চরণ ধরি ॥ ১১৬

সম্পূর্ণ।

